প্রথম আলো

তারিখ 1 AUG 2017 পৃষ্ঠা 6 কলাম

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

আইন বিভাগের এক শিক্ষককে চাকরিচ্যুতির নোটিশের জের ধরে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা গতকাল সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়টির ক্যাম্পাস ও পাশের সড়কে বিক্ষোভ করেছেন।

এ বিষয়ে পুলিশের গুলশান বিভাগের উপকমিশনার মোস্তাক আহমেদ *প্রথম আলো*কে বলেন, ওই শিক্ষক চুক্তিতে ছিলেন। তাঁর চুক্তির মেয়াদ শেষে তাঁকে ওই বিভাগের শিক্ষার্থীরা বহাল চান। এ নিয়ে ঘটনা। তবে এ নিয়ে কোনো মামলা হয়নি।

আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, চুক্তি ভিত্তিতে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক ফারহান উদ্দিন আহমেদকে গত রোববার মানবসম্পদ বিভাগ থেকে চাকরিচ্যুতির নোটিশ দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি তা নিতে অস্বীকৃতি জানালে রেজিস্ট্রার বিভাগের একাধিক কর্মকর্তা তাঁর আইডি কার্ড নিয়ে নেন এবং তাঁকে লাঞ্ছিত করেন। এ নিয়ে রোববার থেকে রাজধানীর মহাখালীতে বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রধান ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করেন। গতকাল শিক্ষার্থীরা ওই শিক্ষকের পক্ষ নিয়ে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করেন।

শিক্ষার্থীরা বলেন, উপাচার্য অধ্যাপক সৈয়দ সাদ আন্দালিব দুপুরে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলবেন জানালে তাঁরা মূল ক্যাম্পাসের মিলনায়তনে জড়ো হন। শিক্ষক ফারহান উদ্দিনও তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। উপাচার্য পাঁচজন প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলার প্রস্তাব পাঠালে শিক্ষার্থীরা তা মানেননি। পরে তাঁরা ক্যাম্পাসসংলগ্ন মহাখালী-গুলশান সড়কের একাংশে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন। পরে রাতে উপাচার্যের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের কথা হয়।

সেখানে উপস্থিত নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ছাত্র *প্রথম আলো*কে বলেন, তাঁরা উপাচার্যের কাছে শিক্ষককে লাঞ্ছনাকারী দুই কর্মকর্তার বরখাস্ত চেয়েছেন এবং তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি জানিয়েছেন। এ ঘটনায় রেজিস্ট্রার শাহুল আফজাল দুঃখ প্রকাশ করলেও দুই কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা হয়নি। তবে তদন্তের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এসব বিষয়ে ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলন চলবে। আজ মঙ্গলবার সকাল থেকে আবার বিক্ষোভ করবেন বলে জানান ওই ছাত্র।

এ বিষয়ে কথা বলার জন্য ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার শাহুল আফজালের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি এ বিষয়ে কথা বলতে রাজি হননি। তিনি জনসংযোগ অফিসের একজন কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দেন ও তাঁর মোবাইল ফোন নম্বর দেন। কিন্তু ওই নম্বর বন্ধ পাওয়া যায়।